দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাস্তবতার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি

মো. শহীদউল্লাহ

সুদীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে শিক্ষানীতি ছাড়াই চলছে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ এবং একটি উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। ১৯৭৪ সালে উক্ত কমিশন শিক্ষানীতির রিপোর্ট দাখিল করেন। ১৯৭৫ সালে কতিপয় বিপথগামী সৈনিকের হাতে জাতির জনক নিহত হওয়ায় উক্ত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টকে শিক্ষানীতিতে পরিণত করা যায়নি। পরবর্তীতে আরো শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিশন বা কমিটি গঠন করা হলেও স্বাধীন বাংলাদেশে একটি মাত্র শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় ২০০০ সালে। রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের কারণে তাও কার্যকর করা যায়নি। স্বাধীনতার ৩৭ বছর পর বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০৯ গঠন করেন। এ কমিটির রিপোর্ট অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়নের জন্য সরকার যথেষ্ট সময় পাবেন। তাই বর্তমান শিক্ষানীতি নিয়ে জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। যাদেরকে নিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ২০০৯ গঠন করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই নিজ-নিজ ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিভার অধিকারী। কমিটির সদস্যগণের অধিকাংশই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। দেশের তিন স্তর বিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মকর্তার সংখ্যা অপর দুই স্তরের (মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা) ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মকর্তার সংখ্যা সমষ্টির চেয়েও বেশি। অথচ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি/২০০৯-এর প্রাথমিক স্তরের কোন প্রতিনিধিকে সদস্য করা হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কোন স্বনামধন্য শিক্ষক ও কর্মকর্তার প্রতিনিধিত্ব ছিল না, তাই মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পূর্বে শিক্ষানীতির প্রাথমিক শিক্ষা অংশে আরো নিবিড়ভাবে রিভিউ করার আবশ্যকতা রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও বলেছেন যে শিক্ষানীতি অনুমোদনের আগে বিভিন্ন মহল থেকে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনা করে শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করা হবে। নানা জনের নানা মত থাকতে পারে। সবার মতামত বিবেচনায় সরকার একটি সময়োপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে বলে আশা করি।

খসড়া শিক্ষানীতি ২০০৯ কে আরো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে নিম্নের বিষয়গুলো বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০০৯ (চূড়ান্ত খসড়া) এ প্রাথমিক শিক্ষার সুস্পষ্ট ও পৃথক কোন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়নি। মোট ১১টি তারকা চিহ্নিত অনুচ্ছেদে একত্রে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদসমূহে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা, বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরী, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, সব ধরনের বিদ্যালয়ে অভিন্ন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী পড়ানোর ব্যবস্থা করা, উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা, ভৌত অবকাঠামো ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা আকর্ষণীয় করা, শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়া, সকল শিক্ষার্থীর জন্য সম সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা না করে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কৌশল হিসেবে গ্রহণ করাই অধিক সমীচীন হবে। প্রাথমিক স্তরে ৮ বছর মেয়াদী শিক্ষা জীবনে শিশুরা যেসব গুণাবলী, জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করবে সেগুলোই হবে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যসমূহের সমন্বিত রূপই হবে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে চিহ্নিত না করা গেলে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হবে না। শিক্ষানীতি চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে সঠিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা অতীব জরুরী।

প্রাথমিক শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং ২নং ক্রমিকে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়সমূহে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। আবার নির্ধারিত বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যান্য নিজস্ব বা অতিরিক্ত বিষয় বিভিন্ন ধারায় সন্নিবেশ করা যাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়/শিক্ষা কেন্দ্রকে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো বিদ্যালয়ের ধরন বা শ্রেণী বিভাগ। প্রাথমিক শিক্ষার দু'টি ধারা যথা- সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা। আমাদের দেশে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রমের ভিন্নতা রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রমের ভিন্নতা থাকা সঠিক নয়। শিশুর বয়স, সামর্থ্য, আগ্রহ, প্রবণতা ও ধারণ ক্ষমতা অনুসারে সকল ধারার স্কুলের জন্য অভিন্ন বিষয়ের তালিকা ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা আবশ্যক। সকল মাদ্রাসার জন্যও অনুরূপভাবে পাঠ্য বিষয়ের তালিকা ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থী মূল্যায়নঃ প্রাথমিক স্তরে ৩য় শ্রেণী থেকে অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে প্রথম সাময়িক, দ্বিতীয় সাময়িক ও বার্ষিক মোট তিনটি পরীক্ষা চালু আছে। বার্ষিক পরীক্ষার পর দুর্বল বা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিখন উন্নয়নের আর কোন সুযোগ থাকে না। অপরদিকে সাময়িক পরীক্ষাগুলোর পর শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা জেনে শিখন উন্নয়নে সহায়তা করার সুযোগ পাওয়া যায়। তাই বৎসরে দু'টি পরীক্ষার পরিবর্তে বর্তমানে প্রচলিত প্রথম সাময়িক, দ্বিতীয় সাময়িক, ও বার্ষিক পরীক্ষা চালু রাখা হলে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ও শিখন উন্নয়নে সহায়তা প্রদান সহজ ও ফলপ্রসূ হবে।

বিদ্যালয়ের উন্নতি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে তদারকি এবং তাতে সমাজ সম্পৃক্ততাঃ ২৫নং ক্রমিকে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করার লক্ষ্যে কমিটির ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। শুধু ক্ষমতা বৃদ্ধি করে কমিটিকে সক্রিয় করা যাবে না। এতে ক্ষমতার অপব্যবহার বৃদ্ধিরও আশংকা থাকে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্রিয়তা ও সমাজ সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য ক্লাস্টার ভিত্তিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা, সভা ও সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে।

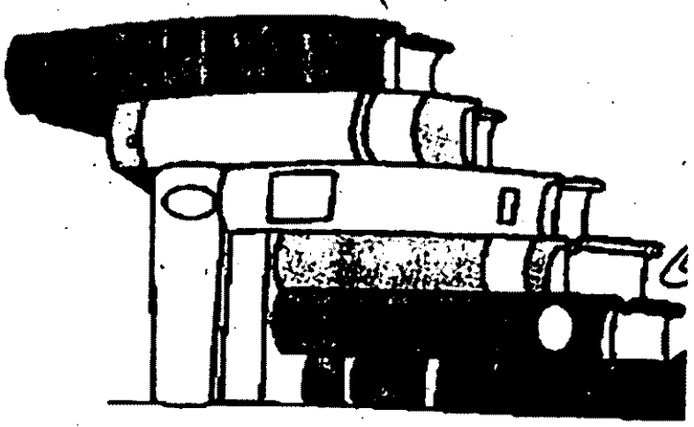

বিদ্যালয়ের সাথে সমাজের সেতু বন্ধন তৈরীর কাজে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। এ বিষয়ে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং তাদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের পদোন্নতিঃ ২৮নং ক্রমিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমান নিয়োগ বিধি অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) ডিগ্রী। একদিকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকাল ৫ বৎসর থেকে ৮ বৎসর অর্থাৎ কর্মপরিধি বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। অপরদিকে শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা হ্রাস করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষার সাথে শিক্ষকের মান ও যোগ্যতার বিষয়টি সম্পৃক্ত বিধায় প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের বর্তমান যোগ্যতা মাস্টার্স ডিগ্রী বহাল রাখা এবং সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতা নারী পুরুষ উভয়ের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী রাখা যৌক্তিক হবে।

৩০নং ক্রমিকে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সাথে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে কেবল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি বিবেচনায় না রেখে শিক্ষক হিসেবে তার অবদানের বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত। পেশাগত অবদানের বিষয়টি পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হলে সবার মাঝে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরী হবে যা মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। কাজেই শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান এবং বিভাগীয় পরীক্ষার সমন্বয়ে পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের পর্যায়ক্রমে মহাপরিচালক পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ রাখা হলে মেধাবী শিক্ষার্থীরা শিক্ষকতা পেশায় আসবেন। উল্লেখ্য মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের সচিব পর্যন্ত নিয়োগের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরেও এ ধরনের নীতিমালা থাকা প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণঃ ৩২নং ক্রমিকে বিদ্যালয়ের বহিঃতত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ কাজে নিয়োজিত এটিপিওদেরকে বাস্তব সম্মতভাবে বিদ্যালয়ের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ে এটিপিও'র কোন পদ নেই। এটিপিও মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন কর্মকর্তা। প্রাথমিক বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করে থাকেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ (এইউইও)। তাদের ক্লাস্টার ভিত্তিক বিদ্যালয় এলাকা নির্ধারণ করাই আছে। বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন এবং এ কাজের জন্য সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদেরকে বাস্তবসম্মতভাবে ভ্রমণ ভাতা প্রদান করা প্রয়োজন।

শিক্ষকের মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্বঃ এ অংশের কৌশল-১ এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের যথাক্রমে ১০ম ও ১১তম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ ও পদায়নের কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের পদ আছে। কিন্তু শিক্ষকের কোন পদ নেই। তাহলে ১০ম ও ১১তম গ্রেডে কার বেতন নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে। সহকারী শিক্ষক না প্রধান শিক্ষক, তা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বেতন স্কেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের বেতন স্কেলের চেয়ে কম হওয়া যৌক্তিক হবে না। যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের সরাসরি নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতা মাস্টার্স ডিগ্রী এবং তাঁরা একই সাথে প্রশাসনিক ও একাডেমিক দায়িত্ব পালন করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ১০ম ও ১১তম গ্রেডে বেতন নির্ধারণ ও পদায়নের প্রস্তাব করা হলেও ঐ শিক্ষকগণের নিয়ন্ত্রণকারী ও পিএসসি কর্তৃক ১০ম গ্রেডে নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের বেতন স্কেল উন্নয়নের সুপারিশ বা প্রস্তাব করা হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তাদের বেতন গ্রেড নির্ধারণের সুপারিশ থাকা উচিত। যেমনটি রাখা হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের জন্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯ কে আরো যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত তথা দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের দিক-নির্দেশক হিসেবে প্রকাশের জন্য ব্যাপক পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বর্তমান সরকার জাতিকে একটি সুন্দর শিক্ষানীতি উপহার দিবেন। যা নিরক্ষর মুক্ত এবং জ্ঞান, বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের সহায়ক হবে- আমরা এমনটিই আশা করি।

[লেখক : কলেজ শিক্ষক]